Netajee In Our Constitution

(লেখক 'ইতিহাস পরিক্রমা' নামক গবেষনা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে - কেন বাঙালী রাজনীতিক সুভাষ চন্দ্র বোস ব্রাত্য সংবিধানের মধ্যে তার উত্তর খুঁজেছেন শ্যামল দাস।)

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম দিন এসে পড়ল। বাৎসরিক পার্বনের মতই ২৩ জানুয়ারী প্রতি বৎসর আসবে আর যাবে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্য বাঙালী আবেগ প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারীর আগে পিছে মিলিয়ে বড়জোড় এক সপ্তাহ। তারপর আবার আর এক পার্বনের জন্য বাঙালী হৃদয় নেচে ওঠে। আবেগ তারিত গলায় বাঙালী কখনো নেতাজীকে ভারতরত্ন দেওয়া হলনা কেন বা নেতাজীর জন্ম দিনটিকে দেশপ্রেম দিবস বলে ঘোষনা করার জন্য শ্লোগান তুলে ময়দানে জড়ো হয় বা কোন কোন সাংসদ ভোট পাওয়ার লোভে দুচারদিন লোকসভা সরগরম করেন। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী জানেন না ভারতের সংবিধানে বাঙালী নন্দলাল বোসের তুলিতে ভাস্বর রয়েছেন বাংলা তথা ভারতের গৌরব আর একজন বাঙালী --- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। প্রায়ই শোনা যায় ভারতের রাজনীতিতে বাঙালী ব্রাত্য। বাস্তবে দেখাও গিয়েছে তাই-ই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামতো শুরু সেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দিয়ে। একথা কেউ স্বীকার করুক আর না করুক ভারতের সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা স্বীকার করেছিলেন। বাস্তবে দেখাও যায় বাঙালী আজ যা চিন্তা করছে বাকী ভারতবর্ষ তা চিন্তা করছে আগামীকাল। বাঙালীর দেশপ্রেম বা কার্য্যকারীতা জওহরলালের সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা স্বীকার করাটাই বোধ হয় বাঙালীর চিন্তাশক্তি ও কার্য্যকারিতার সর্বশেষ স্বীকৃতি। এরপর ভারতের রাজনীতিতে বাঙালী দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। সত্যিই কি তাই নাকি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে বাঙালীর চিন্তা ও কার্য্যকারিতা চাপা পড়ে রয়েছে ভারতের চালিকা শক্তির দ্বারা ?

প্রায়ই শোনা যায় নেতাজী বাঙালী বলে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজীকে বিশেষ একটা গুরুত্ব দেন না। এমনকি কেন্দ্রে যে সকল বাঙালীরা মন্ত্রী থেকেছেন তাঁরাও নেতাজীর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেননি বলেই মনে হয় । তা না হলে কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে বাঙালী মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এবং কোন সঠিক তথ্য না থাকা সত্ত্বেও ২০১১ সালে লোকসভা সেক্রেটারিয়েট থেকে প্রকাশিত ' অনারিং ন্যাশনাল লিডার্স স্ট্যাচুস অ্যান্ড পোট্রেট ' বইটিতে নেতাজির ১৮ অগষ্ট ১৯৪৫ তারিখে মৃত্যু হয়েছে বলে লেখা হবে কেন । কলকাতা হাইকোর্টের একজন আইনজীবী লোকসভা সচিবালয়ের সেক্রেটারি জেনারেলকে চিঠি লিখে তথ্যটির সঠিকতা জানতে চাইলে লোকসভা সচিবালয়ের ডাইরেক্টর কল্পনা শর্মা চিঠি লিখে জানিয়েছেন - বইটিতে যেখানে নেতাজির মৃত্যুর তারিখ লেখা হয়েছিল তার নিচে সংযোজিত পাদটিকায় উল্লেখ করা হয়েছে 'টোকিও রেডিও কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানানো হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগষ্ট নেতাজির এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, যদিও তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই'।[১] ভারতের স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে আসছেন যে কোন উপায়ে প্রমাণ করতে যে ১৯৪৫ সালের ১৮ অগষ্ট তাইপেইয়ে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল এবং জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত ভস্ম নেতাজির। ঐ ভস্ম ভারতে এনে নেতাজির স্মৃতিতে ইতি টানতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারত সরকার। কিন্তু নেতাজির স্মৃতিতে অত সহজেই কি ইতি টানা যাবে? ভারতের জাতীয় পতাকাকে তেজদীপ্ত ভঙ্গীমায় অভিবাদন জানানোর ছবি (ইলাস্ট্রেশন) ভারতের মূল সংবিধান গ্রন্থটিতে যে জ্বল জ্বল করছে ভারত রাষ্ট্রের সর্বশেষ অস্তিত্ব থাকা পর্য্যন্ত তাঁর স্মৃতিকে ম্লান করে দেয় কার সাধ্য? স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গেই রক্ষিত হয়ে সুদূর ভবিষ্যত পর্যন্ত উচ্চারিত হবে "মহাত্মাজি - ফাদার অব আওয়ার নেশন, ইন দিস হোলি ওয়ার ফর ইনডিয়াস লিবারেশন, উই আসক ফর ইয়োর ব্লেসিংস -- গুড উইসেস।" ভারতের আসল সংবিধান গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় সংবিধানের চ্যাপ্টার নাইনটিন্থ বিবিধ চ্যাপ্টারে ইলাসট্রেশনে ঐ কথা গুলি নেতাজীর তেজদীপ্ত ভঙ্গীমায় জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানানোর ছবির ঠিক ওপরে যে লেখা আছে।

সবাই জানেন ভারতের সংবিধান প্রস্তুত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে আড়াই শতাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায়। সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় ঐ সংবিধান ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয়

---

১) দৈনিক স্টেটসম্যান, ৫ ডিসেম্বর,২০১১ । পৃষ্ঠা- ১ " বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর অকাট্য প্রমাণ নাই।
২) 'দ্য কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া' প্রিনটেড ইন ইন্ডিয়া বাই দি গভঃ অব ইন্ডিয়া প্রেস , নিউ দিল্লী-১৯৪৯।

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। আর সংবিধান ভারত সরকার দ্বারা নোটিফায়েড হয় ১৯৫০ সালের ১০ মে। সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় প্রস্তুত ভারতের নাগরিকদের দ্বারা গৃহীত ভারতের সংবিধান ভারত সরকার প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৪৯ সালেই [২]।

ভারতের নাগরিকদের কাছে আজ এক বিরাট প্রশ্ন যে ' সংবিধান' প্রস্তুতি কমিটির সভায় ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, সেই সংবিধানই কি হুবহু, ছেপে প্রকাশ করেছিল ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর নাকি হয়েছিল ছাঁট কাট - কাট কুট ইত্যাদি ? যে সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহেরু, ডঃ আম্বেদকার থেকে শুরু করে ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধি, যে সংবিধানের বাইশটি পরিচ্ছদের পাতায় অলঙ্কৃত ও ছবি বা ইলাস্ট্রেশন প্রকাশিত হয়েছিল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ভারতের পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী গনতন্ত্রের দার্শনিক ব্যখ্যা মেনে - যে দার্শনিক ব্যখ্যা সঠিক ভাবেই প্রতিভাত হয়েছিল বাঙালি শিল্পী গান্ধি - রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য নন্দলাল বসুর তুলির টানে সেই সংবিধান হুবহু কি প্রকাশ করেছিল ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ?

১৯৪৯ সালে প্রিন্টেড বাই ম্যানেজার অব্ গভঃ অব্ ইন্ডিয়া প্রেস , নিউ দিল্লি এবং পাবলিসড্ বাই দি ম্যানেজার অব পাবলিকেশনস্ দিল্লির দ্বারা প্রকাশিত ভারতের সংবিধানের প্রথম ছাপা কপিটির সঙ্গে সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির সভায় ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত সংবিধানের আসল কপিটি মেলালেই দেখা যাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রায় সময় থেকেই আমাদের পবিত্র সংবিধানকে ভাঙচুর করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত সংবিধান প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহেরু, ডঃ আম্বেদকার থেকে শুরু করে ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধির দ্বারা স্বাক্ষরিত আসল সংবিধানটিকে অজ্ঞাত কারণে ভাঙচুর করে এবং হুবহু প্রকাশ না করে অনেক কিছুই বাদ দেওয়া প্রক্ষিপ্ত একটি সংবিধান প্রকাশ করা হয়েছিল অজ্ঞাত কারণে। সেখানে থাকল না জনপ্রতিনিধিদের তালিকা ও স্বাক্ষর, অনুপস্থিত রয়ে গেল জাতির জনক মহাত্মাগান্ধির ভারতের পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী গনতন্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা মেনে প্রতিভাত বাঙালি শিল্পী গান্ধি - রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য নন্দলাল বসুর তুলির টানের ইলাস্ট্রেশন - ছবি ও অলঙ্করণ। ঐ প্রক্ষিপ্ত সংবিধানের ধারাবাহিকতাতেই প্রতিবছর ভারত সরকারের আইন দপ্তর প্রকাশ করে চলেছে সংবিধান গ্রন্থ যার সঙ্গে অনেকাংশেই মিল নাই আসল সংবিধান গ্রন্থটির। এবং শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ১৯৫১ সালের ভারতের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় একশত সংবিধান সংশোধনী হলেও তার একটি শব্দও সংযোজিত হয়নি ভারতের আসল সংবিধান গ্রন্থের কোন অংশে [৩]। আইন মেনে হয়নি ভ্যালিউম কারেকশনও। অথচ এইদেশটি চলছে ঐ প্রক্ষিপ্ত সংবিধান মেনেই। এই মূহুর্তে এই নিবন্ধকারের সামনে ২০০০ সালে ভারত সরকার প্রকাশিত দুটি সংবিধান গ্রন্থের কপি । এর মধ্যে একটি প্রকাশ করেছে গভঃ অব ইন্ডিয়া , মিনিস্ট্রি অব ল' জাস্টিস এন্ড কোম্পানী এফেয়ার্স[৪] ও অন্যটি ' গভঃ অব ইন্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট অব কালচার , নয়া দিল্লী থেকে। একই সরকারের একই বছরে দুটি সংবিধান গ্রন্থ প্রকাশনায় দু রকম তথ্য। দুজন পৃথক নাগরিকের কাছে দুটি গ্রন্থ থাকলে মতান্তর হতেই পারে। এবং সে ক্ষেত্রে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে উত্তর দিতেই হবে একরকম ঘটনা ঘটে কি করে ? অথবা মূল সংবিধান গ্রন্থে সংশোধনী সংযোজন না হলে তা প্রয়োগই বা হয় কি করে।

তাহলে প্রশ্ন উঠে আসে এদেশে কি দুটি সংবিধান চলছে? একটি আসল অন্যটি প্রক্ষিপ্ত। আসলটিকে ধামাচাপা দিয়ে প্রক্ষিপ্তটিকে নিয়ে চলার কারণেই আজ মহান সুভাষ চন্দ্র বোস, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়াল পঞ্জিতে অনুপস্থিত। তাঁর জন্মদিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষনা করা হয়নি। বিভিন্ন দেশনেতার জন্ম দিনটিতে বিভিন্ন ভাবে উদ্‌যাপন করা হলেও নেতাজীর জন্ম দিনটিকে দেশপ্রেম দিবস হিসাবে গন্য করতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনিহা। সন্দেহ করা হচ্ছে সংবিধানে নেতাজির ছবি থাকার কারণেই আসল সংবিধান গ্রন্থটিকে হুবহু প্রকাশ না করে এবং ব্যাপক প্রচার না করে ভারতের সকল নাগরিকদের কাছ থেকে নেতাজি উচ্ছ্বাসকে আড়াল করা হয়েছে।

---

৩) রিপ্রিনটেড আন্ডার দি অথরিটি অব গভঃ অব ইন্ডিয়া , মিনিস্ট্রি অব কালচার ইয়ুথ এফিয়ার্স এন্ড স্পোর্স , ডিপার্টমেন্ট অব কালচার, এন্ড দি ডাইরেক্টরর্স অব সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইন্ডিয়া , বাই ডাইরেক্টরেট অব সার্ভে (এয়ার), সার্ভে অব ইন্ডিয়া উইথ সাপ্লিমেন্টরী লজিসটিকস ফরম সূর্য প্রিন্ট এসেস প্রাঃ লিঃ , নিউ দিল্লী। গভঃ অব ইন্ডিয়া , কপিরাইট ২০০০। ৪) ২০০০ গভঃ অব ইন্ডিয়া , মিনিস্ট্রি অব ল' জাস্টিস এন্ড কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স।

আবার এমনও হতে পারে নেতাজির প্রতিদ্দন্দ্বি এমন কোন রাজপুরুষের সংবিধানে তাঁর ছবি থাকার আশা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তা না থাকায় ঈর্ষা বশতঃই নেতাজির ছবি সম্বলিত সংবিধানের ব্যাপক প্রচারে উৎসাহ দেখানো হয়নি। কিন্তু ভারতের সাধারণ নাগরিকদের তো সংবিধানের আসল রূপটি দেখার অধিকার আছে।

আসুন দেখে নেওয়া যাক ধামাচাপা দেওয়া ঐ ভারতের আসল সংবিধান গ্রন্থটিতে কি আছে? কার নির্দেশে কি ভাবেই বা প্রস্তুত হয়েছিল পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের নিয়ম নির্দেশিকা।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের শাসক সম্প্রদায়ের ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে কথাবার্তা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে এর চূড়ান্ত রূপ পায়। গান্ধিজির পরিকল্পনায় উপদেশে ও ব্যবস্থাপনায় তৈরী হয় কনস্টিটিইয়েন্ট এসেমব্লি। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বসে কনস্টিটিইয়েন্ট এসেমব্লির প্রথম বৈঠক। কংগ্রেসের কতিপয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতাদর্শগত বিরোধ হওয়ায় গান্ধিজি শুধু কংগ্রেসই ত্যাগ করেননি তিনি এমনকি তাঁর হাতে গড়া কনস্টিটিইয়েন্ট এসেমব্লিতেও যোগদান করেননি। গান্ধিজির অবর্তমানে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হয়ে ছিলেন কনস্টিটিইয়েন্ট এসেমব্লির চেয়ারম্যান বছর দুয়েক ধরে নানা অধিবেশন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে সম্পূর্ণভাবে রচিত হয়ে যায় ভারতের সংবিধান। রচিত সংবিধান ক্যালিওগ্রাফি করে লিখিয়ে নেওয়া হয় দিল্লির প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদাকে দিয়ে। প্রেম প্রায় একমাস পরিশ্রম করে ২৫৪ টি কলমের হ্যান্ডেল ও ৩০৩ টি নিব ব্যবহার করে কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে রচিত সংবিধানকে ক্যালিওগ্রাফি করে লিখে দেন[৫]। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারী সকাল ১১ টায় গণপরিষদের অধিবেশন বসে। প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগে ২৫৮ জন প্রতিনিধির স্বাক্ষর করতে [৬]। এর পর ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ঐ স্বাক্ষরিত সংবিধানকে অলঙ্কৃত করতে নিয়ে যান শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে ভারত শিল্পী নন্দলালের কাছে। নন্দলাল বোস তখন শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের অধ্যক্ষ। ১৯৩৫ সাল থেকে কংগ্রেসের প্রায় সকল অধিবেশনের প্রদর্শনী হয়ে এসেছে নন্দলালের তত্বাবধানে। ভারতের মর্মবাণী একমাত্র নন্দলালের ছবিতেই ফুটে উঠত। গান্ধিজি বলতেন নন্দলাল তাঁর থেকেও বড় দার্শনিক। তাঁর ছবিতে গান্ধিজির দর্শন যত জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠত গান্ধিজি মানুষকে অত প্রাণবন্ত ভাবে বুঝাতে পারতেন না[৭]। গান্ধি-রবীন্দ্রনাথের ভাব শিষ্য নন্দলাল বোস তাঁর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে প্রায় একমাসের পরিশ্রমে সংবিধানের ইলাস্ট্রেশন করে দেন। ইলাস্ট্রেশনে ফুটে উঠে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ভারতীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্যবাহী পাঁচ হাজার বছরের ক্রমান্বয়ী দার্শনিক ব্যাখ্যা। ইলাস্ট্রেশনে যেমন আছে ভারতীয় সভ্যতার আদি নিদর্শন মহেঞ্জোদারো হরপ্পার সিলমোহর তেমনি আছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বা ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবস্থানের নিদর্শন গান্ধিজির ডান্ডি বা নোয়াখালি যাত্রার বা দেশের বাইরে গিয়ে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের গৌরব জনক ভূমিকার ছবি।

মূল সংবিধান গ্রন্থটি লম্বায় ৪১ সেঃ মিঃ চওড়া ৩০ সেঃ মিঃ। এর ভিতর ৩ সেঃ মিঃ চওড়া ভারতীয় আলপনা রীতির নক্সা। তার ভিতর প্রতিটি চ্যাপ্টারে শুরুর আগে একটি করে ইলাস্ট্রেশন। যেমন ১৬০ পাতায় ঊনিশ চ্যাপ্টার শুরুর আগে ১৫ সেঃ মিঃ চওড়া ৬ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের ছবি। ১৯৪৫ সালে মণিপুরের ইম্ফলে উপস্থিত হয়ে ভারতের মাটিতে আজাদহিন্দ বাহিনী উপস্থিত হলে নেতাজী জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করেছিলেন সেই ছবিই উৎকীর্ণ হয়েছে নন্দলাল বসুর এই ইলাস্ট্রেশনে। সংবিধানের ইলাস্ট্রেশনে লেখা আছে - 'রেভোলিউসনারী মুভমেন্ট ফর ফ্রিডম , নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এন্ড আদার পেট্রিয়টস্ ট্রায়িং টু লিবারেট মাদার ইন্ডিয়া ফরম আউট সাইড ইন্ডিয়া' [৮]।

প্রভাবশালী কোন কোন রাজ পুরুষ নাকি চেয়েছিলেন তাঁদেরও ছবি সংবিধানের ইলাস্ট্রেসনে থাকুক। কিন্তু নন্দলালের ইলাস্ট্রেশনে তাঁদের ছবি স্থান পায়নি। সেইজন্যইকি ইলাস্ট্রেশন সহ সংবিধান প্রকাশিত হয়নি বা নাগরিকদের জানতে দেওয়া হয়নি? নাকি ঈর্ষা বা বিদ্বেশ বশতঃই নেতাজী ও গান্ধিজির ছবি সংবলিত সংবিধানের ব্যপক প্রচার চাওয়া হয়নি। হয়তো এই জন্যই নন্দলাল বসু দুঃখ করে বলে ছিলেন -- ' কনস্টিটিউশন ইলাস্ট্রেশন। কংগ্রেস লিখে পাঠালেন। ভালো হাতে লিখে ছিল। তার ধারে ধারে ইলাস্ট্রেশন থাকবে। ডেকোরেসন হবে ঐতিহাসিক ছবি দিয়ে । সে আর ছাপলোনা ওরা। ..... সুভাষের এ্যাড্রেস করলুম। ও ঈশানে আসছে ফ্ল্যাগ উড়িয়ে - সেটা লাগিয়ে দিলুম [৯]।'

---

৫) ইন্টারনেট থেকে- প্রেম ৬) পঞ্চানন মন্ডল, ভারত শিল্পী নন্দলাল , চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ৮৯৯। ৭) তদেব, ৩য় খন্ড পৃঃ
৮) রিপ্রিনটেড ..... ৩ নং মতো । পৃঃ ১৬০ ৯) পঞ্চানন মন্ডল, ভারত শিল্পী নন্দলাল , চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ৬২৪।